জাতীয় সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
অতিব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৮.০০.০০০০.০৬.০৯.০০৩.১৯-২২৭

তারিখ ঃ ২৮-০৮-২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ ১১তম জাতীয় সংসদের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় পত্র নং-১১.০০.০০০০.৭১৭.৫২.০১৪.১৯.৩৯ তারিখঃ ২৫/০৮/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় হতে প্রাপ্ত ১১তম জাতীয় সংসদের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র গত ০৭/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের সফট কপি(নিকস ফন্ট) ও হার্ড কপি আগামী ০৪/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিম্নলিখিত ই-মেইলে সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৫(পাঁচ) পাতা।

(মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা)
উপসচিব
ও
বিকল্প কাউন্সিল অফিসার
ফোন নং-৯৫৪৫৬১৭
মোবাঃ-০১৭১২২১৭৬৪০
Email:sas.admin1@mos.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ-

১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, মতিঝিল,ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি,ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৬। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ,মোংলা বাগেরহাট।
৭। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ,ঢাকা।
৮। মহাপরিচালাক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১১। যুগ্মসচিব, জাহাজ-১/জাহাজ-২/আই.ও/ চবক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখাকে অবগত করার অনুরোধসহ)।
১২। উপসচিব, পাবক/ জানরক/টিএ/নৌ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ/বাস্থবক, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখাকে অবগত করার অনুরোধসহ)।
১৩। কমান্ড্যান্ট,বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম।
১৪। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সিটিটিউট, চট্টগ্রাম।
১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (টিসি ও মোবক/বিএসসি), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখাকে অবগত করার অনুরোধসহ)।

অনুলিপিঃ

১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭

নথি নং ১১.০০.০০০০.৭১৭.৫২.০১৪.১৯.৩৯

তারিখ : ১৩ ভাদ্র, ১৪২৬ ব.
২৫ আগষ্ট, ২০১৯ খ্রি.

বিষয় : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

একাদশ জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক গত ০৭ আগষ্ট, ২০১৯ খ্রি./ ২৩ ভাদ্র, ১৪২৬ ব., তারিখ রোজ বুধবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় জাতীয় সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের কার্যবিবরণী আপনার সদয় অবগতির জন্য আদিষ্ট হয়ে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

২২/০৮/১৯

(এস.এম.আমিনুল ইসলাম)
সহকারী সচিব
কমিটি শাখা-১৭
ফোন: ৯১২৩২৪৮

কার্যার্থে:

১. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহা-পরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
৩. ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৪. চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার, (১২তলা), ১১৬, নয়াপল্টন, বীরপ্রতীক গোলাম দস্তগীর গাজী সড়ক, ঢাকা।
৫. কাউন্সিল অফিসার, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গোপনীয়

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১৭

www.parliament.gov.bd

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদে গঠিত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীরউত্তম(২৬৪ চাঁদপুর-৫),নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তারিখ : ০৭ আগষ্ট, ২০১৯ খ্রি./ ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৬ ব.

রোজ : বুধবার

সময় : সকাল ১০: ৩০ ঘটিকা।

স্থান : সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষ।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১)	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী	৭ দিনাজপুর-২	সদস্য
২)	জনাব শাজাহান খান	২১৯-মাদারীপুর-২	সদস্য
৩)	জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান	১ পঞ্চগড়-১	সদস্য
৪)	জনাব রণজিৎ কুমার রায়	৮৮ যশোর -৪	সদস্য
৫)	জনাব মাহফুজুর রহমান	২৮০ চট্টগ্রাম-৩	সদস্য
৬)	জনাব এম আব্দুল লতিফ	২৮৮ চট্টগ্রাম-১১	সদস্য
৭)	ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল	৪৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১	সদস্য
৮)	জনাব মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর	২৫ কুড়িগ্রাম-১	সদস্য
৯)	জনাব এস এম শাহজাদা	১১৩ পটুয়াখালী-৩	সদস্য

৩। বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর চেয়ারম্যান ড. মজিবুর রহমান হাওলাদার, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর (ডি.জি শিপিং) এর মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর ইয়াহ্‌ইয়া সৈয়দসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব বেগম মালেকা পারভীন, সভাপতির একান্ত সচিব উপ-পরিচালক (রিপোর্টিং) ড.দয়াল চাঁন মণ্ডল, উপ-পরিচালক (রিপোটিং) জনাব আব্দুল জব্বার, সহকারী পরিচালক (রিপোটিং) জনাব মোহাম্মদ হাছান, সহকারী সচিব জনাব এস.এম. আমিনুল ইসলাম কমিটি শাখা-১৭ এর কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক (গণ-সংযোগ) জনাব মোঃ সাব্বির মাহমুদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর এর (ডি.জি. শিপিং) কার্যক্রম সর্ম্পকে আলোচনা;

(খ) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন(বিএসসি) এর কার্যক্রম ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা;

(গ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সার্বিক কার্যক্রম সর্ম্পকে আলোচনা;

(ঘ) বিবিধ।

৬। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করে বলেন, 'এটা আগস্ট মাস। জাতির ইতিহাসে এক মর্মান্তিক বেনাদায়ক ট্রাজেটির মাস। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, শোকের মাসে বৈঠকের শুরুতেই আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।' এরপর জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

৭। কমিটি সচিব কল্লোল কুমার চক্রবর্তী এর স্থলে নতুন কমিটি সচিব বেগম মালেকা পারভীন যোগদান করায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

৮। গত ১২ জুন, ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির পঞ্চম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

৮.১। সভাপতি বিগত ১২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির পঞ্চম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনের আহ্বান জানালে ৭.১ প্যারার শেষ লাইনে 'ভিটিও' শব্দের পরিবর্তে 'ভিডিও', ৭.৫ প্যারার প্রথম লাইনে 'সিনামা' শব্দের পরিবর্তে 'সিনেমা' এবং ১১(২) সিদ্ধান্তের 'ক্র্যাব ড্রেজার' শব্দের পরিবর্তে 'গ্র্যাব ড্রেজার' শব্দাবলী সংশোধনসাপেক্ষে উক্ত কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৮.২। এ পর্যায়ে মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বলেন, 'আমার মন্ত্রীত্বকালীন দশ বছরে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নের উপর তৈরী বই, চট্টগ্রাম বন্দরে মুক্তিযুদ্ধের মিউজিয়াম, মন্যুমেন্ট নির্মাণ এবং "অপারেশন জেকপট" সিনেমা নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গত বৈঠকে বলা হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দর এর ১০১ জন শ্রমিক কর্মচারী মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। উল্লিখিত দুটি কাজ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবহ ও চেতনা বৃদ্ধি করে। উক্ত বিষয় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। কিন্তু সে কাজ এখনও করা হয়নি এবং এ ব্যাপারে কোনো খবর নেই। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য আমি জোর দাবী জানাই।'

৮.৩। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সরকার। এ সরকারের কাজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহির্ভূত নয়। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করার সরকার। তবে সিনেমা তৈরীর দায়িত্ব নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নিবে না। সিনেমা তৈরী করবে তথ্য মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে কিছু প্রক্রিয়া করতে হবে। এ সকল বিষয়ের দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে বলে তিনি জানান।

৯। আলোচ্যসূচি-(ক) নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর এর (ডি.জি. শিপিং) কার্যক্রম সর্ম্পকে আলোচনা:

৯.১। সভাপতির আহ্বানে নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম পেশকৃত কার্যপত্র থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি অধিদপ্তরের পরিচিত, আওতাধীন

কার্যলয়সমূহ, ভিশন, মিশন, জনবল সম্পর্কিত কার্যাবলী, অর্জিত সাফল্য, উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোতে নতুন জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেছে। মোট জনবল ৩৮১ জন। আরও কিছু পদ শূন্য রয়েছে। এ ব্যাপারে নিয়োগবিধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নাবিকদের চাকুরির বাজার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তিন হাজার বেকার নাবিককে চাকুরি দেয়া হয়েছে। এখন আর কোনো নাবিক বেকার নেই। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ উপকৃত হবে। নৌ-বাণিজ্যে শুধু চীন দেশ নয়, কোরিয়াকেও সম্পৃক্ত করা হবে। হংকং কনভেনশনকে রেটিফাই করতে হবে, না হলে ভবিষ্যতে ক্ষতির সম্ভবনা রয়েছে। নৌ-দুর্ঘটনা রোধে অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখন কোনো দুর্ঘটনা নেই। যদি কোনো কারণে দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে প্রাণঘাতির সংখ্যা অনেক বাড়বে। কারণ বর্তমানে জাহাজের আকার অনেক বড়। তাই এ ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সার্ভেয়ারের সংখ্য ১০ জন। তবে নৌ-যানের বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে জনবল বাড়ানো যাচ্ছে না। ক্লাসিফাইড সোসাইটি করা গেলে এই সমস্যা থাকবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

৯.২। মাননীয় সদস্য জনাব এম আব্দুল লতিফ বলেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে কতিপয় বালুবাহী ভলগেট নকশ্ অনুযায়ী তৈর না করে সেগুলোর অনুমোদন না নিয়ে ইনল্যান্ড ভেসেল হিসেবে চলাচল করছে। এগুলো বে-ক্রস করতে পারছে না। ফলে এগুলো প্রায়ই ডুবে যায়। ইনল্যান্ড ভেসেল-এর একটি পরিসংখ্যান দরকার। কেন এগুলো অনুমোদন দেওয়া হল এবং কারা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। হাতীয়া-রামগতি, সন্দ্বীপ এবং মিয়ারচর হাট চ্যানেল অত্যন্ত সরু এবং চলাচলে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এগুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খনন করে নাব্যতা ও প্রশস্ততা বাড়াতে হবে। এছাড়া নৌপথের নাব্যতা পর্যবেক্ষণ নৌযান ও নৌ-যন্ত্রপাতি খুবই জরুরি এবং এগুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যোগাড় করা একান্ত দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৯.৩। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের সেরা বন্দরের ৭০তম স্থান থেকে ৬ ধাপ এগিয়ে ৬৪তম স্থান অর্জন করেছে। তাঁদের ৩০তম ধাপে পৌছার টার্গেট রয়েছে। আশা করি এটা তাঁরা অর্জন করতে পারবে। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের সার্ভেয়ারসহ জনবল বাড়ানো দরকার। তাই দ্রুত জনবল বৃদ্ধির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে কোনো নৌ-দুর্ঘটনা ঘটেনি। এটি একটি বড় ধরনের সফলতা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৯.৪। মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, হংকং কনভেনশনকেও রেটিফাই করতে হবে। ৬০টি কনভেনশনের মধ্যে ৩০টি কনভেনশন বাংলাদেশ রেটিফাই করেছে। বর্তমানে কোনো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নেই। অধিদপ্তর ঠিকমত এগিয়ে যেতে পারবে। উদ্ভুত সমস্যা কাটিয়ে পূর্ণ গতিতে তাঁদের কাজ করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের সেরা ১০০ বন্দরের মধ্যে ৭০তম থেকে ৬৪তম উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা ১০টি গ্যান্ট্রিক্রেনসহ যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। বে-টার্মিনালসহ গৃহীত অন্যান্য কাজ এগিয়ে গেলে আগামী ২ বছরের মধ্যে বন্দরের আরও উন্নয়ন হবে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী গত সভায় এডিপি বাস্তবায়নে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের স্থান চতুর্থ বলে উল্লেখ করেন। এটি এই মন্ত্রণালয়ের একটি সফলতা প্রমাণ করে। এ মন্ত্রণালয়ের কিছু দূর্বলতা রয়েছে। সেগুলো নিরসনের চেষ্টা চলছে। সার্ভেয়ারের প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

ভবিষ্যতে নৌ-বাণিজ্যে চীনের সাথে কোরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সংযুক্ত হবে। তাঁদের সকলকে নিয়ে কাজ করা হবে বলে তিনি জানান।

৯.৫। সভাপতি বলেন, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণের বিষয়টি দ্রুত সমাধান করতে হবে। নাহলে সেখানে দ্রুত জনবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে না। তাই বিষয়টির প্রতি তিনি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১০। আলোচ্যসূচি-(খ) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন(বিএসসি) এর কার্যক্রম ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা:

১০.১। সভাপতির আহ্বানে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর চেয়ারম্যান কমডোর ইয়াহ্ইয়া সৈয়দ পেশকৃত কার্যপত্র থেকে বিএসসি এর প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জাহাজ ক্রয়, গৃহীত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থাসহ সার্বিক কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কমিটিতে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চীন থেকে নতুন ৬টি জাহাজ কেনা হয়েছে। ফলে বিএসসি'র নৌ-বহরে পুরাতন ২টি জাহাজের সাথে ইতোমধ্যে চীন থেকে সংগৃহীত ৬টি জাহাজ যুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়িছে মোট ৮টি। পরবর্তীতে চীন থেকে আরও ৬টি জাহাজ আনা হবে।

বিএসসি নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। ৫১ জন নারী ক্যাডেট বিএসসি'র বিভিন্ন জাহাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বর্তমানে ১৯ জন নারী ক্যাডেট কর্মরত আছেন। অর্থের অভাবে জাহাজ সংগ্রহ করা সমস্যা হচ্ছে। বিএসসি জিওবি-এর কোনো ফান্ড পায় না। তবে এ ফান্ড তাঁরা প্রত্যাশা করেন। বিপিসি'র আমদানীকৃত ডিজেল/ জেট অয়েল প্রতিযোগিতা করে পরিবহনের জন্য চুক্তি করতে চান। এতে বিএসসি'র উন্নয়নসহ দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। টেন্ডার ফলো করে বিএসসি'র জাহাজ ভাড়া দেওয়া হয়েছে এবং এ সবের উপর বিএসসি'র সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ব্যাপারে লিখিত জবাব প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান। এরপর তিনি সভাপতি ও মাননীয় সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

১০.২। মাননীয় সদস্য জনাব এম আব্দুল লতিফ বলেন, বিএসসিকে প্রায় ১৮০০কোটি টাকা দিয়ে ৬টি জাহাজ কিনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো চালানোর জন্য প্রাইভেট অপারেটরের নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে। এ ভাড়া দেয়ার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়নি। কত টাকায় ভাড়া দেয়া হয়েছে? কেন সিঙ্গেল টেন্ডারে ভাড়া দেযা হলো, এই কমিটি তা জানতে পারল না? বিএসসি জাহাজ পরিচালনা না করতে পারলে তা কিনে দেয়া হল কেন? এতে জাতির ক্ষতি হয়েছে এবং কত ক্ষতি হয়েছে তা জানা দারকার। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বাঁচিয়ে রাখা কমিটির কাজ। তাই উল্লেখিত বিষয়গুলো দেখার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

১০.৩। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বলেন, বিএসসি'র আগের সেই করুণ দশা নেই। পূর্বে এটি বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিরেধিতা ছিল। এখন বিএসসি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। গত ২৮ বছর পর বিএসসি'র জাহাজ সংগ্রহ করতে পেরেছে। বিএসসি'র নিজস্ব জাহাজে নারী ক্যাডেটের অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানতে চান। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক বিএসসিকে অর্থ ঋণ দেয়ার বিষয় এবং বিএসসি এর উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি একটি লিখিত বক্তব্য দেয়ার প্রস্তাব করেন।

১০.৪। সভাপতি বলেন, বিএসসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে টিকিয়ে রাখতে সরকার এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল। তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিএসসিকে দোষারোপ করা সঠিক হবে না। বিএসসিতে

দীর্ঘমেয়াদী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া দরকার এবং বিষয়টি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দেখবেন। বিএসসিকে গতিশীল ও একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কাজেই বিএসসিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এর জন্য জাহাজ সংগ্রহ করা হবে এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগাড় করতে হবে। কমিটি বিএসসি'র সকল কাজে সহযোগিতা করবে। বিএসসি'র আর্থিক উন্নয়নে আরও নতুন শেয়ার ছাড়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে বিএসসি'র দক্ষতা বৃদ্ধি, অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উহার সার্বিক উন্নয়নসহ জাহাজ ভাড়া দেওয়ার অনুসৃত পদ্ধতি, ভাড়ার পরিমাণ, এতে ক্ষতি হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা করে আগামী দুই মাসের মধ্যে কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সর্বসম্মতভাবে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়:

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১)	জনাব এম আব্দুল লতিফ	২৮৮ চট্টগ্রাম-১১	আহ্বায়ক
২)	জনাব রণজিৎ কুমার রায়	৮৮ যশোর -৪	সদস্য
৩)	জনাব মাহফুজুর রহমান	২৮০ চট্টগ্রাম-৩	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) বিএসসি'র উন্নয়নে অধিকতর লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া;

(২) বিএসসি'তে দক্ষ জনবল কাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(৩) আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিএসসি'র কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(৪) জ্বালানি, খাদ্য, শিল্প, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর/সংস্থাগুলোর পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য সিআইএফ পদ্ধতির পরিবর্তে এফওবি পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে উক্ত পণ্য পরিবহনের দায়িত্ব বিএসসিকে প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

(৫) শেয়ার মার্কেটে নতুন IPO শেয়ার শেয়ার ছাড়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

সাব-কমিটি উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক আগামী দুই মাসের মধ্যে (অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি. মধ্যে) কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১১। আলোচ্যসূচি-(গ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সার্বিক কার্যক্রম সর্ম্পকে আলোচনা:

১১.১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর চেয়ারম্যান ড.মজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, বাংলাদেশের সকল নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং এই কমিটির পরামশ অনুযায়ী নদী রক্ষা কমিশন কাজ করছে। এ সময় তিনি সারা দেশের নদ-নদী রক্ষায় উহার বর্তমান অবস্থা এবং কমিশনের কর্মকাণ্ডের উপর একটি ভিডিও ক্লিপ দেখান।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের নদীর তীর রক্ষা, নদী দূষণরোধ এবং এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারা দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং ২০০টি উপজেলায় মাঠপর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী দুই

থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এর রির্পোট দেয়া সম্ভব হবে। আগে এ ব্যাপারে জনগণ সচেতন ছিল না। এখন এর অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কমিশন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। কোন্ জেলায় কী পরিমাণ নদী দখল হয়েছে তার একটি করে পরিসংখ্যান ৫৫ জন জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পাওয়া গেছে এবং তা ওয়েব-সাইটে দেয়া হয়েছে। দেশের ৪৮টি নদী পরিদর্শন করা হয়েছে। সেখানে নদী বেদখলের চিত্র ভয়াবহ। সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বলা হয়েছে। এখন বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। নদী রক্ষা কমিশন তার দায়িত্ব বাস্তবায়নে অনেক কাজ করছে। মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে উক্ত নদীগুলো দেখার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এ কমিশন সকল বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সমন্বয় করবে। সরকারের সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে। নদী রক্ষা কমিশনের আইন সংশোধনের নিমিত্ত একটি সভা করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এরপর তিনি মাহামান্য হাইকোর্টের আদেশ/ নির্দেশনা পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন পড়ে শুনান।

১১.২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর সদস্য বেগম শারমীন এস মুরশিদ বলেন, বাংলাদেশের নদীসমূহের বর্তমান যে অবস্থা তা একদিনে তৈরী হয়নি। এই সকল নদী এবং নদীর তীর দখলে সংশ্লিষ্ট জনগণসহ অনেক প্রতিষ্ঠান জড়িত। সম্প্রতি তিনি কুয়াকাটা পরিদর্শন করেছেন। সেখানে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যমান ৪টি ইন্ডাষ্ট্রি নদীর তীর বেদখল করে রেখেছে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা তৈরীর কারণে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সে দিকে নজর দেওয়া জরুরী। সর্বোপরি এ বিষয়ে রিসার্স করা দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১১.৩। শহর অঞ্চলে কোনো ইন্ডাষ্ট্রি করা যাবে না মর্মে টাস্ক-ফোর্স এর সিদ্ধান্ত রয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান আহ্বান জানান। এরপর তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার রিভারভিউ পার্ক দেখার জন্য প্রস্তাব করেন।

১১.৪। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, নদী রক্ষা কমিশন শুধু সুপারিশ করবে এবং এর বাস্তবায়ন করবে বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এ সকল সংস্থার মধ্যে রয়েছে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসন। নদী রক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সভা করা হবে। উক্ত সভায় মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি কমিটির মাননীয় সদস্যদে বুড়িগঙ্গা নদী পরিদর্শনের প্রস্তাব করেন। তিনি আরও বলেন, নদীর তলদেশের ময়লা ও পলিথিন উত্তোলনের উদ্দেশ্যে 'গ্রেব ড্রেজার' সংগ্রহের জন্য বিদেশে কারিগরী টিম পাঠানো হয়েছে। এখন এ ব্যাপারে টেন্ডার করা হবে বলে তিনি জানান।

১১.৫। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেন, নদী রক্ষা কমিশনের ক্ষমতা থাকা দরকার। তাই এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইনের সংশোধন করা একান্ত জরুরি। নদীরক্ষা কমিশনের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের ফলে জনগণ কেমন সচেতন হয়েছে তা কমিশনকে বলতে হবে। নদীদূষণ রোধে লঞ্চে ডাষ্টবিন আছে কিনা তাও দেখতে হবে। সারা দেশের নদী রক্ষায় সরকার আন্তরিক। এ ব্যাপারে মাহামান্য হাইকোর্ট যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১১.৬। সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের নদী রক্ষায় সকলে আন্তরিক এবং সঠিকভাবে কাজ করছেন। কমিটি কর্তৃক তিস্তা ও কুয়াকাটা পরিদর্শন করা যেতে পারে। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় প্রস্তাবিত ডাকাতিয়া নদী তীরের ওয়াক-ওয়ে এখনও নির্মাণ করা হয়নি বলে তিনি জানান। হালদানদী ও ধলেশ্বরী নদী রক্ষার ব্যাপারে মাননীয় নৌ-

পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও সচিব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা তৈরীর কারণে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা দেখাসহ তিস্তা নদী এলাকা কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর তিনি নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশের কার্যকরী বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১২। আলোচ্যসূচি- (ঘ) বিবিধ

১২.১। মাননীয় সদস্য জনাব শাজাহান খান বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' এ ক্ষতিগ্রস্ত এম.ভি একরাম জাহাজটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষণের জন্য বর্তমান মালিক জনৈক মুক্তিযোদ্ধার নিকট হতে বিআইডব্লিউটিএ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজটি ১ কোটি দশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করতে সম্মত হয়। কিন্তু সেই টাকা এখনও মালিক ঐ মুক্তিযোদ্ধাকে দেওয়া হয়নি। এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্ট হচ্ছে। উক্ত মুক্তিযোদ্ধা দুই বছর ধরে টাকার জন্য ঘুরছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ এই দেশ। তাদের এভাবে অপমানিত করার অধিকার কারো নেই। তাঁরা বিআইডব্লিউটিএ অফিসের সামনে মানববন্ধন করেছেন। এখন তাঁরা অনশন করবেন। এ ব্যাপারে কোনো অনাকাঙ্খিত পরিস্থির সৃষ্টি হলে এর জন্য কে দায়ী হবে? এ ব্যাপারে তিনি কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করেন।

১২.২। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ বলেন, উক্ত ক্রয়কৃত জাহাজের অর্থ পরিশোধের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বেই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। নতুন করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিআইডব্লিউটিএ অফিসে নতুন চেয়াম্যান যোগদান করায় তিনি আবার সিদ্ধান্ত চেয়ে ফাইলটি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। জাহাজটি মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে সেটি নারায়গঞ্জ ডক-ইয়ার্ডে আছে। জাহাজটি কোথায় রাখা হবে সে বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। উক্ত ক্রয়কৃত জাহাজের পেমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, এখন উহার ফয়সালা হয়ে যাবে বলে তিনি জানান।

১৩.৩। মাননীয় সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাই কোনো মুক্তিযোদ্ধাকে অপমানিত বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবহির্ভূত কাজ করার প্রশ্নই আসে না। জাহাজটি কোথায় রাখা হবে সেটি আগে ঠিক করতে হবে। এ ব্যাপারে কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। তাই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে বলে তিনি জানান।

১২.৪। সভাপতি বলেন, জাহাজটি কোথায় রাখা হবে সে ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরে বিআইডব্লিউটিএ উক্ত জাহাজ ক্রয়ের টাকা দিতে পারবে।

তিনি আরও বলেন, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি. সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশের বন্দরকে আধুনিক বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিটির সদস্যবৃন্দ দু'একটি উন্নত সমুদ্র বন্দর পরিদর্শনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে এ বিষয়টি অবহিত করবেন বলে আশা করা যায়।

কমিটির সপ্তম বৈঠক আগামী ২৭-০৮-২০১৯ খ্রি. সকাল ১০:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।

১৩। <u>বিস্তারিত আলোচনান্তে বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় :</u>

(১) বিগত ১২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির পঞ্চম বৈঠকের কার্যবিবরণীটি কতিপয় মুদ্রণজনিত ত্রুটি সংশোধনসাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা;

(২) নৌ- পরিবহন অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তকরণের বিষয়টি দ্রুত সমাধান করার সুপারিশ করা হয়;

(৩) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর সার্বিক উন্নয়নে নতুন জাহাজ সংগ্রহের জন্য নতুন করে কিছু IPO শেয়ার বাজারে ছাড়ার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের সুপারিশ করা হয়;

(৪) প্যারা ৮.৪ এর বর্ণনা অনুযায়ী বিএসসি'র দক্ষতা বৃদ্ধি, অধিকতর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণসহ উহার সার্বিক উন্নয়নে আগামী দুই মাসের মধ্যে কমিটির নিকট একটি পরামর্শমূলক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উল্লেখিত মাননীয় সদস্যগণের সমন্বয়ে সর্বসম্মতভাবে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়;

(৫) কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে শিল্পকারখানা তৈরীর কারণে সমুদ্র সৈকত কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা দেখাসহ তিস্তা নদী এলাকা কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়;

(৬) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষণের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' এ ক্ষতিগ্রস্ত এম.ভি একরাম জাহাজটি কোথায় রাখা হবে সে ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরে বিআইডব্লিউটিএ উক্ত জাহাজ ক্রয়ের টাকা প্রদানের সুপারিশ করা হয়;

(৭) সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি. সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশের বন্দরকে আধুনিক বন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিটি কর্তৃক কতিপয় উন্নত সমুদ্র বন্দর পরিদর্শনের ব্যাপারে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে জানানোর জন্য সুপারিশ করা হয়;

(৮) কমিটির সপ্তম বৈঠক আগামী ২৭-০৮-২০১৯ খ্রি. সকাল ১০:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

১৪। অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

25 Aug. 2019

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।